[২০২১] ২ এস. সি. আর. ১৭৩

বিকাশ কিষাণরাও গাওয়ালি

বনাম

মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যরা

(২০১৯ সালের ৯৮০ নং রিট পিটিশন (দেওয়ানি))

০৪ মার্চ, ২০২১

[এ. এম. খানউইলকার, ইন্দু মালহোত্র এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

মহারাষ্ট্র জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি আইন, ১৯৬১ – ধারা ১২(২)(গ) – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৪, ১৬, ২৪৩-ডি এবং ২৪৩-টি – স্থানীয় স্বশাসনে সংরক্ষণ – আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে মহারাষ্ট্র জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি আইন, ১৯৬১-এর ধারা ১২(২)(গ) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি এবং ২৪৩-টি সহ অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ১৬-এর পরিপন্থী এবং এটি বাতিল ঘোষণা করা হোক – এছাড়াও, ২৭.০৭.২০১৮ এবং ১৪.০২.২০২০ তারিখে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলির বৈধতা বিরোধ করা হয়েছে, যা জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে ৫০ % এর বেশি সংরক্ষণের বিধান করেছে – ১৯৬১ সালের আইনের ধারা ১২ অনুসারে, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে অনগ্রসর শ্রেণির নাগরিকদের জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিধান রয়েছে – প্রতিবাদী রাজ্যের দাবি, ১৯৬১ সালের আইনের অনুমোদিত সীমার মধ্যে ওবিসিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা বৈধ – সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, সংবিধান বেঞ্চের **কে. কৃষ্ণমূর্তি** মামলার রায় অনুযায়ী, ওবিসিদের জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলিতে আসন সংরক্ষণের আগে রাজ্যের তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে: ১) রাজ্যের স্থানীয় সংস্থাগুলির প্রেক্ষিতে অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে সমসাময়িক কঠোর বাস্তবসম্মত তদন্ত চালানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট কমিশন গঠন করতে হবে; ২) কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, প্রতিটি স্থানীয় সংস্থার জন্য নির্দিষ্ট সংরক্ষণের অনুপাত নির্ধারণ করতে হবে, যাতে এটি অতিরিক্ত সংরক্ষণের পরিপন্থী না হয়; ৩) মোট সংরক্ষণ কখনোই তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত আসন মিলিয়ে ৫০ % এর বেশি হওয়া উচিত নয় – উক্ত তিনটি শর্ত রাজ্য কর্তৃক পূরণ করা হয়নি – ১৯৯৪ সালে সংযোজিত ১৯৬১ সালের আইনের ধারা ১২(২)(গ) অনুসারে, সাধারণ ভাষাগত ব্যাখ্যা থেকে মনে হয় যে সমগ্র রাজ্য জুড়ে ওবিসিদের জন্য মোট আসনের ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে-

সংবিধান বেঞ্চের নির্দেশনার আলোকে, এমন কঠোর বিধান সমগ্র রাজ্যের সমস্ত স্থানীয় সংস্থার জন্য অভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে না – ধারা ১২(২)(গ)-এর বিধানকে সীমিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে টিকিয়ে রাখা যেতে পারে – ধারা ১২(২)(গ)-এ "শ্যাল বি" বা "হইবে" শব্দটির পরিবর্তে "মে বি" বা "হইতে পারে" হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যার অর্থ ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে, তবে এটি তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণি-এর জন্য মোট সংরক্ষণের ৫০ শতাংশ সীমার অধীন থাকবে, যা সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে – এই ক্ষেত্রে, রাজ্য কর্তৃক অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধান, বিশেষ করে একটি নির্দিষ্ট কমিশনের মাধ্যমে সমসাময়িক ও কঠোর বাস্তবসম্মত অনুসন্ধান পরিচালিত হয়নি – তাই, রাজ্যের পক্ষে ১৯৯৪ সালে প্রণীত ধারা ১২(২)(গ)-এর ওপর নির্ভর করা সম্ভব নয় – উক্ত বিধানটি একটি সক্ষমতামূলক বিধান এবং সংবিধান বেঞ্চ কর্তৃক নির্ধারিত তিনটি শর্ত পূরণ হলেই এটি কার্যকর হবে – অতএব, রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের বিষয়ে জারি করা বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রাথমিক এখতিয়ারগত ত্রুটিতে ভুগছে – এই বিজ্ঞপ্তিগুলি, যা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের বিধান রেখেছে, তা আইনগত কর্তৃত্বহীন এবং বাতিল বলে গণ্য।

রিট আবেদনের নিষ্পত্তি করে, আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছে:

স্থির ১. কে. কৃষ্ণ মূর্তির ব্যাখ্যার সুস্পষ্ট পাঠ থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ কেবল একটি "আইনগত" বিধান, যা রাজ্য আইনসভাগুলোর দ্বারা প্রদান করা যেতে পারে, বিপরীতে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির জন্য সংবিধানিক সংরক্ষণ, যা জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। যেহেতু রাজ্য আইনসভাগুলো ওবিসিদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান প্রণয়ন করে, তাই তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই এস সি, এস টি ও ও বি সি-দের জন্য মোট উল্লম্ব সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলোর মোট আসনের ৫০ % এর বেশি হওয়া উচিত নয়। যদি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলোতে সংবিধান প্রদত্ত এস সি ও এস টি সংরক্ষণ সম্পূর্ণ ৫০ শতাংশ আসন দখল করে ফেলে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তফসিলভুক্ত অঞ্চলে ৫০ % এরও বেশি সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়, তবে এমন স্থানীয় সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে ওবিসিদের জন্য অতিরিক্ত সংরক্ষণের প্রশ্নই আসে না।

অন্যভাবে বললে, ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের পরিমাণ স্থানীয় সংস্থাভিত্তিক হওয়া উচিত এবং এভাবে নির্ধারিত হতে হবে যেন এটি এসি, এসটি এবং ওবিসি-দের জন্য উল্লম্ব সংরক্ষণের মোট পঞ্চাশ শতাংশ (সমষ্টিগতভাবে) সীমা অতিক্রম না করে। [অনুচ্ছেদ ৭] [১৮৭-এ-ডি]

২, এই অপরিহার্য পরিমাণগত সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি, স্থানীয় সংস্থায় ওবিসিদের জন্য আসন সংরক্ষণের আগে রাজ্য কর্তৃপক্ষকে অন্যান্য পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে। সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয়তা হল পর্যাপ্ত উপকরণ বা নথি সংগ্রহ করা, যা ওবিসিদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সনাক্তকরণে সহায়তা করতে পারে, এই সংক্রান্ত স্থানীয় সংস্থাগুলিতে স্বতন্ত্র বিশেষ কমিশনের মাধ্যমে একটি সমসাময়িক কঠোর বাস্তব ভিত্তিক তদন্ত পরিচালনা করা। সুতরাং, রাজ্য আইনসভা পুরো রাজ্যের স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য ওবিসিদের আসন সংরক্ষণের একটি অভিন্ন এবং কঠোর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে না, তাও আবার একটি স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়ার প্রকৃতি এবং প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত ছাড়া। তদুপরি, এটি একটি স্থির ব্যবস্থা হতে পারে না। সময়ে সময়ে এটি পর্যালোচনা করতে হবে যেন এই সংরক্ষণ অতিরিক্ততার নীতিকে লঙ্ঘন না করে (যা নিজেই একটি আপেক্ষিক এবং গতিশীল ধারণা)। এছাড়াও, এটি কেবলমাত্র ততটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে যতটুকু এটি অনুপাতগত এবং সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিমাণগত সীমার মধ্যে থাকে। [অনুচ্ছেদ ৮][১৮৭-ডি-জি]

৩, বাস্তবে, এই বিষয়ে কোনও উপাদান পাওয়া যায় না যে কী ভিত্তিতে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের পরিমাণ ১৯৯৪ সালে সংশোধনের মাধ্যমে ২৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯৪ সালে সংশোধন কার্যকর করার সময়, সংবিধান বেঞ্চের **কে. কৃষ্ণ মূর্তি** মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওবিসিদের সংরক্ষিত আসনের সীমা নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও নির্দেশিকা বিদ্যমান ছিল না। তবে সেই সিদ্ধান্তের পর, রাজ্যের জন্য এটি বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে যে তারা একটি বিশেষ কমিশন গঠন করবে, যা পিছিয়ে পড়ার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে সমসাময়িক কঠোর বাস্তব ভিত্তিক তদন্ত পরিচালনা করবে এবং সেই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যার মধ্যে ১৯৬১ সালের আইনের **ধারা ১২(২)(গ)** সংশোধন করাও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রেকর্ড অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত এই ধরনের কোনও স্বতন্ত্র কমিশন গঠিত হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। [অনুচ্ছেদ ১১] |১৮৮-ডি-জি]

৪. এটা অনস্বীকার্য যে, স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের আগে রাজ্যকে যে তিনটি পরীক্ষা/শর্ত মেনে চলতে হবে, তা এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। (১) রাজ্যের মধ্যে স্থানীয় সংস্থাগুলির পশ্চাদপদতার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে সমসাময়িক কঠোর পরীক্ষামূলক তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি নিবেদিত কমিশন গঠন করা; (২) কমিশনের সুপারিশগুলির আলোকে স্থানীয় সংস্থাগুলি অনুযায়ী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় অনুপাত নির্দিষ্ট করা, যাতে অতিরিক্ত ব্যাপ্তি না ঘটে; এবং (৩) যে কোনও ক্ষেত্রে এই ধরনের সংরক্ষণ এসসি/এসটি/ওবিসি-র পক্ষে সংরক্ষিত মোট আসনের মোট ৫০ % এর বেশি হবে না। একটি নির্দিষ্ট স্থানীয় সংস্থায়, ওবিসি-র পক্ষে এই ধরনের সংরক্ষণ প্রদানের জন্য নির্বাচন কর্মসূচি (বিজ্ঞপ্তি) জারি করার সময় স্থান পাওয়া যেতে পারে। তবে, এটি কেবলমাত্র পূর্বোক্ত পূর্বশর্তগুলি পূরণ করার পরে অবহিত করা যেতে পারে। স্বীকারযোগ্যভাবে, কঠোর পরীক্ষামূলক তদন্ত করার জন্য নিবেদিত কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপটি নিজেই একটি মরীচিকা হিসাবে রয়ে গেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, উপরে উল্লিখিত ট্রিপল পরীক্ষাটি পূরণ না করে ওবিসি-র জন্য সংরক্ষণকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য উত্তরদাতাদের পক্ষে উন্মুক্ত থাকবে না। [অনুচ্ছেদ ১২] ১৮৯-বি-ই]

৫, ১৯৯৪ সালে ১৯৬১ সালের আইনের ১২(২)(গ) ধারার ক্ষেত্রে, সাধারণ ভাষা একটি ধারণা দেয় যে জুড়ে মোট আসনের ২৭ % এর অভিন্ন পরিচয় পরিমাণকে রাজ্যের মধ্যে সমস্ত স্থানীয় সংস্থায় অভিন্ন প্রয়োগের চেয়ে অনেক কম স্থায়ী করা যায় না। পরিবর্তে, স্থানীয় সংস্থা বা স্থানীয় সংস্থা নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম চিহ্নিত করার জন্য সমসাময়িক পরীক্ষামূলক তদন্ত করা আবশ্যক। [অনুচ্ছেদ ১৩] ১৮৯-ই-এফ]

৬. এই আদালতের মতে, ধারা ১২(২)(গ) আকারে বিধানটি পড়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে, যার অর্থ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-র পক্ষে সংরক্ষণ

অন্য কথায়, ধারা ১২(২)(গ)-তে "২৭ % এর আগে" অভিব্যক্তিটি "হতে পারে" হিসাবে বোঝানো হবে, যার অর্থ এই যে ওবিসি-র জন্য সংরক্ষণ ২৭ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু এসসি/এসটি/ওবিসি-র পক্ষে মোট ৫০ % এর বাইরের সীমা সাপেক্ষে, যা এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা একত্রিত করা হয়েছে। এই ধরনের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, ধারা ১২ (২) (সেন্ট) সংরক্ষণ করা হবে এবং একই সময়ে, এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা ঘোষিত আইনটি তার চিঠি এবং চেতনায় কার্যকর করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১৪] [১৯০]

৭. এখন পর্যন্ত নথিভুক্ত ফলাফলের আলোকে (যে এই উদ্দেশ্যে রাজ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি নিবেদিত কমিশন দ্বারা পশ্চাদপদতার প্রকৃতি এবং প্রভাব সম্পর্কে কোনও সমকালীন কঠোর পরীক্ষামূলক তদন্ত করা হয়নি), ১৯৯৪ সালে প্রণীত ধারা ১২(২)(গ)-তে ফিরে আসা রাজ্যের পক্ষে উন্মুক্ত নয়। পূর্বোক্ত বিধানটি একটি সক্রিয় বিধান এবং এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা নির্দিষ্ট ট্রিপল টেস্ট পূরণ করার পরেই কার্যকর এবং কার্যকর হবে। এটি অনিবার্য বা স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগের সারমর্ম। প্রকৃতপক্ষে, ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগ ১৯৬১ সালের আইনের ১২(২)(গ) ধারা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তবে এটি এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা নির্দিষ্ট শর্ত এবং সীমাবদ্ধতার দ্বারা সুরক্ষিত এবং সেই সময় পর্যন্ত প্রজ্বলিত হবে না। [অনুচ্ছেদ ১৭] [১৯০-জি-এইচ; ১৯১-এ-বি]

৮, এইভাবে বোঝা যায় যে, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিগুলি ভিত্তিগত এখতিয়ারগত ত্রুটির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণের জন্য যে পরিমাণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই পরিমাণে বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি (গুলি) বাতিল এবং আইনের কর্তৃত্ববিহীন। [অনুচ্ছেদ ১৮] [১৯১-বি-সি]

৯, একটি অগ্রাধিকার, শুধুমাত্র সংরক্ষিত ওবিসি আসন সম্পর্কিত এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত নির্বাচনগুলি কলুষিত করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আইনের চোখে এটিকে অকার্যকর হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এই বিষয়ে এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ কর্তৃক আইনের ঘোষণা। [অনুচ্ছেদ ১৯] [১৯১-সি-ডি]

১০, উপসংহারে, এই আদালত বলে যে ১৯৬১ সালের আইনের ১২(২)(গ) ধারাটি একটি সহায়ক বিধান এবং এর অর্থ এই যে, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি বিভাগের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি অবহিত করার আগে এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা নির্দিষ্ট তিনটি শর্ত মেনে চললেই এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপরন্তু, এই আদালত ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিগুলি বাতিল করে এবং বাতিল করে দেয়। অন্য কথায়, রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কর্মসূচিতে অবহিত এই রিট পিটিশনগুলির ফলাফল সাপেক্ষে ওবিসি প্রার্থীদের নির্বাচনের ফলাফলগুলি আইনত অকার্যকর হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং এই ঘোষণার কারণে যে আসন (গুলি) শূন্য হয় তা রাজ্য নির্বাচন কমিশন অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সাধারণ/উন্মুক্ত প্রার্থী (গুলি) দিয়ে পূরণ করবে, সেই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। [অনুচ্ছেদ ২৫] [১৯৮-ই-জি; ১৯৯-এ-বি]

কে. কৃষ্ণ মূর্তি (ড.) এবং ওরস. বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা, (২০১০) ৭ এস. সি. সি ২০২: [২০১০] ৬ এস. সি. আর ৯৭২-অনুসরণ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১০] ৬ এস. সি. আর ৯৭২ অনুসরণ করে অনুচ্ছেদ ২

দেওয়ানী মৌলিক এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ৯৮০ নং রিট পিটিশন (দেওয়ানি)

ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে

সহযোগী মামলাসমূহঃ রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৯৮১ / ২০১৯, ১৪০৮ / ২০১৯, ৭৪৩ / ২০২০।

উপস্থিত পক্ষদের পক্ষে আইনজীবীগণ: বিকাশ সিং (জ্যেষ্ঠ আইনজীবী), সন্দীপ সুধাকর দেশমুখ, অমোল বি. করান্ডে, কপিশ শেঠ, মুকেশ সামার্থ, ডি.এন. গোবুরধান, মিসেস সুজাতা কুমার মুনি, সোমনাথ পথান, রবীন্দ্র কেশবরাও আদসুরে, রাহুল চিটনিস, সচিন পাটিল, আদিত্য এ. পান্ডে, জিও জোসেফ, অজিত কাদাথানকর, বিজয় কুমার, মিস ভরতি ত্যাগী, মিস কুররাতুলাইন, মিস দামিনি হাজেলা, বৃজ কিশোর সাহ, নিকোলাস চৌধুরী, আদিত্য যাদব, হিমাংশু ভূষণ, সুধানশু এস. চৌধুরী, এবং মহেশ পি. শিন্ডে।

আদালতের রায় প্রদান করেন **এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতি** দ্বারা।

১. ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই রিট পিটিশনগুলি এই ঘোষণা চায় যে মহারাষ্ট্র জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি আইন, ১৯৬১-এর ১২(২)(গ) ধারাটি ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ১৬ অনুচ্ছেদ সহ ২৪৩-ডি এবং ২৪৩-টি অনুচ্ছেদের বিধানগুলির পরিপন্থী। এছাড়াও, মহারাষ্ট্রের রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা জারি করা ২৭.৭.২০১৮ এবং ১৪.২.২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপনের বৈধতা, যা ওয়াসিম, আকোলা, নাগপুর এবং ভান্ডারা জেলার জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে ৫০ % এর বেশি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং প্রার্থনা করা হচ্ছে যে এটি বাতিল ও বাতিল করা হোক। কিছু জেলায় অতিরিক্ত সংরক্ষিত শতাংশ এবং আসন (মোট আসনের ৫০ % এর বেশি) চিত্রিত করার জন্য একটি জেলা ভিত্তিক চার্ট উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এইভাবে লেখা হয়েছেঃ

জেলা: ওয়াশিম

বিবরণ	মোট আসন	সাধারণ	এসসি	এসটি	ওবিসি	৫০ % এর বেশি (%)	আসন
জেলা পরিষদ	৫২	২৩	১১	০৪	১৪	৫.৭৬%	৩
গ্রাম পঞ্চায়েত	৪৯০	২১৯	১০০	৩৯	১৩২	৫.৩০%	২৬

জেলা: ভাণ্ডরা

বিবরণ	মোট আসন	সাধারণ	এসসি	এসটি	ওবিসি	৫০ % এর বেশি (%)	আসন
জেলা পরিষদ	৫২	২৫	০৯	০৪	১৪	১.৯২%	১
গ্রাম পঞ্চায়েত	৫৪১	২৬১	৯১	৪৩	১৪৬	১.৭৫%	৯

জেলা: আ

বিবরণ	মোট আসন	সাধারণ	এসসি	এসটি	ওবিসি	৫০ % এর বেশি (%)	আসন
জেলা পরিষদ	৫৩	২২	১২	০৫	১৪	৮.৪৯%	৪
পঞ্চায়েত সমিতি	১০৬	৪৪	২৫	০৯	২৮	৮.৪৯%	৯
গ্রাম পঞ্চায়েত	৫৩৯	২২৬	১২৫	৪২	১৪৬	৮.০৭%	৪৩

জেলা: নাগপুর

বিবরণ	মোট আসন	সাধারণ	এসসি	এসটি	ওবিসি	৫০ % এর বেশি (%)	আসন
জেলা পরিষদ	৫৮	২৫	১০	০৭	১৬	৬.৮৯%	৪
পঞ্চায়েত সমিতি	১১৬	৫১	১৯	১৫	৩১	৬.০৩%	৭
গ্রাম পঞ্চায়েত	৭৭২	৩৩০	১৩৭	৯৭	২০৮	৭.২৫%	৫৬

জেলাঃ গোন্ডিয়া

বিবরণ	মোট আসন	সাধারণ	এসসি	এসটি	ওবিসি	৫০ % এর বেশি (%)	আসন
জেলা পরিষদ	৫৩	২৩	০৬	১০	১৪	৬.৬০%	৩
পঞ্চায়েত সমিতি	১০৬	৪৫	১২	১৯	৩০	৭.৫৪%	৮
গ্রাম পঞ্চায়েত	৫৪৪	২৩২	৬৬	৯৯	১৪৭	৭.৩৫%	৪০

২. এই বিষয়গুলির জটিলতা কে. কৃষ্ণ মূর্তি (ড.) এবং অন্যান্য বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্য? মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের ব্যাখ্যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে আবেদনকারীরা অনুরোধ করবেন যে তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ৫০ % এর (সামগ্রিক) বেশি আসন সংরক্ষণ করা উত্তরদাতাদের পক্ষে আর উন্মুক্ত নয়, অন্যদিকে, উত্তরদাতা-রাজ্য অনুরোধ করবে যে উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি স্বীকৃতি দেয় যে ১৯৬১ সালের আইনে অনুমোদিত পরিমাণে ওবিসি-র জন্য আসন সংরক্ষণ করা অনুমোদিত। উপরন্তু, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে (জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি) এসসি/এসটি/ওবিসি-র জন্য সংরক্ষণ মোট আসনের ৫০ % এরও বেশি হতে পারে।

৩, ১৯৬১ সালের আইনের ১২ নং ধারার বিধানটি উত্তরদাতাদের সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে সক্ষম করে। ১৯৬১ সালের আইনের ১২ নং ধারাটি এখানে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ

১২, জেলার বিভাজন নির্বাচনী বিভাগে- (১) রাজ্য নির্বাচন কমিশন, কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, প্রতিটি জেলাকে নির্বাচনী বিভাগে (একই ব্লকের সীমার বাইরে নয় এমন কোনও বিভাগের আঞ্চলিক ব্যাপ্তি) ভাগ করবে, প্রত্যেকে একজন করে কাউন্সিলরকে ফিরিয়ে দেবে এবং প্রতিটি নির্বাচনী বিভাগের জন্য আলাদা নির্বাচন হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের নির্বাচনী বিভাগকে এমনভাবে ভাগ করা হবে যাতে প্রতিটি নির্বাচনী বিভাগের জনসংখ্যা এবং জেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মোট সংখ্যার মধ্যে অনুপাত, যতদূর সম্ভব, জেলা পরিষদ এলাকা জুড়ে একই থাকেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মধ্যে এ জাতীয় নির্বাচনী বিভাগগুলি ভাগ করার সময়, প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিকে কমপক্ষে দুটি নির্বাচনী বিভাগ বরাদ্দ করা হবে।

(২) (ক) জেলা পরিষদে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা আসনগুলিতে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, নাগরিক ও মহিলাদের অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকবে, খ, যা রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করতে পারেঃ

(খ) জেলা পরিষদে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি, যতটা সম্ভব, সেই জেলা পরিষদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা মোট 'গ' আসনের সমান অনুপাত বহন করবে, যতটা সম্ভব, তফসিলি জাতি বা, ক্ষেত্রমত, সেই জেলা পরিষদ এলাকার তফসিলি উপজাতির জনসংখ্যা সেই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার সমান হবে এবং এই ধরনের আসনগুলি একটি জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী বিভাগে পর্যায়ক্রমে বরাদ্দ করা হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পূর্ণভাবে 'তফসিলি অঞ্চল' নিয়ে গঠিত জেলা পরিষদে তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি জেলা পরিষদের মোট আসনের অর্ধেকের কম হবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, জেলা পরিষদে তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ শুধুমাত্র আংশিকভাবে তফসিলি অঞ্চলে পড়ে যা প্রকরণ (খ) এর বিধান অনুসারে হবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এইভাবে সংরক্ষিত মোট আসনের অর্ধেক তফসিলি জাতি বা, ক্ষেত্রমত, তফসিলি উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবেঃ

(গ) অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি জেলা পরিষদে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা মোট আসনের ২৭ শতাংশ হবে এবং এই আসনগুলি পর্যায়ক্রমে জেলা পরিষদের বিভিন্ন নির্বাচনী বিভাগে বরাদ্দ করা হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পূর্ণরূপে তফসিলি অঞ্চল নিয়ে গঠিত জেলা পরিষদে নাগরিকদের অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকবে ২৭ শতাংশ

তফসিলি উপজাতি এবং তফসিলি জাতির জন্য আসনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, জেলা পরিষদে নাগরিকদের অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ কেবলমাত্র আংশিকভাবে তফসিলি অঞ্চলে পড়ে প্রকরণ (গ) এর বিধান অনুসারেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এইভাবে সংরক্ষিত মোট আসনের অর্ধেক নাগরিকদের অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবেঃ

(ঘ) জেলা পরিষদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা মোট আসনের অর্ধেক (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং নাগরিকদের অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং এই ধরনের আসনগুলি পর্যায়ক্রমে জেলা পরিষদের বিভিন্ন নির্বাচনী বিভাগে বরাদ্দ করা হবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে আসন সংরক্ষণ (মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ব্যতীত) ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৪ অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কার্যকর হবে না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪। আমরা সরাসরি কে. কৃষ্ণমূর্তি (উল্লিখিত) মামলার সিদ্ধান্তের দিকে যেতে পারি। উক্ত সিদ্ধান্তের **অনুচ্ছেদ ৯**-এ, এই আদালত দুটি প্রশ্ন বিবেচনার জন্য গঠন করেছিল, যা নিম্নরূপ:

"৯, বিতর্কিত বিষয়গুলোর কাঠামোবদ্ধ বিবরণ"

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে সংক্ষেপিত উপস্থাপনাগুলোর আলোকে, এই মামলার বিতর্কিত বিষয়গুলো নিম্নরূপ ফ্রেমবদ্ধ করা যেতে পারে:

(i) অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি(৬) এবং অনুচ্ছেদ ২৪৩-টি(৬) এর সাংবিধানিক বৈধতা

এগুলি কি সাংবিধানিকভাবে বৈধ, যেহেতু এগুলো পঞ্চায়েত ও পৌরসভার আসন এবং সভাপতির পদ দখলের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ সক্ষম করে?

(ii) অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি(৪) এবং অনুচ্ছেদ ২৪৩-টি(৪) এর সাংবিধানিক বৈধতা

এগুলি কি সাংবিধানিকভাবে বৈধ, যেহেতু এগুলো পঞ্চায়েত ও পৌরসভার সভাপতির পদ সংরক্ষণের অনুমতি দেয়?

(গুরুত্ব আরোপিত)

বিকাশ কিষাণরাও গাওয়ালি বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য. অন্যরা. ১৮৩

[এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতি]

৫. ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি(৬) এবং ২৪৩-টি(৬) অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সংরক্ষণের বৈধতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, আদালত প্রতিবেদনকৃত সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ ৫৮ থেকে ৬৭-এ বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে। সংরক্ষণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বেঞ্চের মূল মতামত এই বিষয়ে সংবিধান বেঞ্চের মূল অভিমত ছিল যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি(৬) এবং ২৪৩-টি(৬) কেবল সক্ষমতামূলক বিধান এবং এগুলোকে সমতার ধারা লঙ্ঘন করার কারণে বাতিল করা যথার্থ হবে না। একই সঙ্গে, আদালত উল্লেখ করেছে যে এই বিধানগুলো কীভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিগুলোকে চিহ্নিত করা হবে তার জন্য কোনো নির্দেশনা দেয় না, এবং সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য কোনো নীতিও নির্ধারণ করে না। পরিবর্তে, রাজ্য বিধানসভাগুলোর উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, যাতে তারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করতে পারে। কর্নাটক ও উত্তর প্রদেশ রাজ্যে যথাক্রমে ৩৩% এবং ২৭% সংরক্ষণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, আদালত উল্লেখ করেছে যে অন্যান্য রাজ্যের অনুরূপ বিধান নিয়েও আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। সংরক্ষণের মাত্রাতিরিক্ততা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুচ্ছেদ ৬০ থেকে ৬৩-এ আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৬০, আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে রাজ্য বিধানসভাগুলোর দ্বারা প্রদত্ত অত্যধিক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংরক্ষণ আদালতে চ্যালেঞ্জের বিষয় হতে পারে। তবে, এর মানে এই নয় যে অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি(৬) এবং ২৪৩-টি(৬) বাতিল করা উচিত, যেহেতু এগুলো মূলত পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ সক্ষম করে। যেখানে বিভিন্ন রাজ্য বিধানসমূহকে বিরোধ জানানো হয়েছে, সেখানে আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য বা যুক্তি উপস্থাপিত হয়নি, যা আমাদের এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে। সংরক্ষণের জন্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে চিহ্নিত করার কাজটি একটি কার্যনির্বাহী দায়িত্ব, এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪০ অনুযায়ী, এই বিষয়ে গভীর গবেষণামূলক তদন্ত চালানোর জন্য স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।"

৬১, অতিরিক্ত বিস্তারের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে সংরক্ষণ নীতিগুলি পর্যালোচনা করা নিশ্চিত করা কার্যনির্বাহীর দায়িত্ব। কর্ণাটক পঞ্চায়েত রাজ আইন, ১৯৯৩-এর বিরুদ্ধে আপত্তির ক্ষেত্রে, আমরা যা করতে পারি তা হল

উল্লেখ করা হয়েছে চিন্নাপ্পা রেড্ডি কমিশন রিপোর্ট (১৯৯০) যা বিশ বছর আগের অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। হালনাগাদ অভিজ্ঞতাগত তথ্যের অভাবে, ওবিসি গোষ্ঠীর পক্ষে সংরক্ষণ আনুপাতিক কিনা তা আদালতের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

৬২, একইভাবে, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের ক্ষেত্রে, ওবিসি জনসংখ্যার পরিমাণ সম্পর্কে দাবিগুলি ১৯৯১ সালের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। যেহেতু আমরা এই প্রশ্নগুলি উন্মুক্ত রাখতে অনিচ্ছুক, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে আবেদনকারীরা রাজ্য আইনগুলির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট বিরোধ উত্থাপন করতে স্বাধীন যদি তারা আপডেট অভিজ্ঞতাগত তথ্যের সাহায্যে অনগ্রসর শ্রেণীর সনাক্তকরণে ত্রুটিগুলি নির্দেশ করতে পারে।

৬৩, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা রাজনৈতিক পশ্চাদপদতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে সংরক্ষণ নীতিগুলি পুনর্বিন্যাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেখানে অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি (৬) এবং ২৪৩-টি (৬)-এর আওতায় সুবিধাভোগীদের সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণী (এস. ই. বি. সি) [অনুচ্ছেদ ১৫ (৪)-এর উদ্দেশ্যে] বা এমনকি সরকারি চাকরিতে (অনুচ্ছেদ ১৬ (৪)-এর উদ্দেশ্যে) যে অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা বলা নিরাপদ হবে যে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত গোষ্ঠীকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। এর কারণ হল, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাগুলি শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বাধাগুলির মতো একই চরিত্রের নয়। এর জন্য স্থানীয় স্ব-সরকারে সংরক্ষণের বিষয়ে কিছু নতুন চিন্তাভাবনা ও নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৬, আবার, ৬৪ অনুচ্ছেদে, আদালত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছে অনগ্রসর শ্রেণীর পক্ষে সংরক্ষণের পরিমাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাংবিধানিক নির্দেশনা। এর জন্য, থাম্ব রুল হল আনুপাতিক সংরক্ষণ। আদালত একটি সতর্কবার্তা যুক্ত করতে ত্বরান্বিত হয়েছে, যা মূলত, আইনি অবস্থানের ঘোষণা যে এসসি/এসটিএস/ওবিসি-র পক্ষে উল্লম্ব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ৫০ % এর (পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা) উপরের সীমাটি একসঙ্গে নেওয়া উচিত নয়

লঙ্ঘন করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করা হয়েছে এবং এমনকি রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের এ ৬৭ অনুচ্ছেদে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যা এইভাবে পড়েঃ

৬৭. "৬৭। সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে রিপোর্টকৃত হিসাবে [ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম রাকেশ কুমার [(২০১০) ৪ এসসিসি ৫০ : (২০১০) ১ এসসিসি (এল অ্যান্ড এস) ৯৬১ : (২০১০) ১ স্কেল ২৮১]] এই আদালত ব্যাখ্যা করেছে কেন তফসিলি অঞ্চলে অবস্থিত পঞ্চায়েতগুলিতে তফসিলি উপজাতিদের পক্ষে ৫০% এর বেশি সংরক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন হতে পারে। তবে, স্থানীয় সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির পক্ষে সংরক্ষণের পরিমাণ পর্যালোচনার সময় এই ধরনের ব্যতিক্রমী বিবেচনাগুলি আহ্বান করা যাবে না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির পক্ষে উল্লম্ব সংরক্ষণ একত্রে ৫০% এর ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করতে পারবে না। এটি স্পষ্ট যে এই ঊর্ধ্ব সীমা অনুসরণ করতে, কিছু রাজ্যকে তাদের আইন পরিবর্তন করতে হতে পারে যাতে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির পক্ষে বিদ্যমান কোটার পরিমাণ হ্রাস করা যায়।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

সেই বিশ্লেষণে আদালত উপসংহারে নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেঃ

"উপসংহার

৮২, উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের সিদ্ধান্তগুলি হলঃ

(i) (স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে সংরক্ষণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য উচ্চ শিক্ষা ও সরকারি কর্মসংস্থানের তুলনায় যথেষ্ট আলাদা। এই অর্থে, অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি এবং অনুচ্ছেদ ২৪৩-টি ইতিবাচক এফ পদক্ষেপের জন্য একটি স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন সাংবিধানিক ভিত্তি গঠন করে এবং অনুচ্ছেদ ১৫ (৪) এবং ১৬ (৪) দ্বারা সক্ষম সংরক্ষণ নীতিগুলির সাথে সম্পর্কিত যে নীতিগুলি বিকশিত হয়েছে সেগুলি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রেক্ষাপটে সহজেই প্রয়োগ করা যায় না। এমনকি যখন তৈরি করা হয়, তখনও সেগুলি ১৫ (৪) এবং ১৬ (৪) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের সময়কালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সময়ের জন্য হওয়ার দরকার নেই, তবে অনেক ছোট হতে পারে।

(ii) একটি অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি (৬) এবং অনুচ্ছেদ ২৪৩-টি (৬) সাংবিধানিকভাবে বৈধ কারণ এগুলি এমন বিধানের প্রকৃতির যা কেবল রাজ্য আইনসভাগুলিকে সক্ষম করে,

অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য আসন এবং চেয়ারপার্সন পদ সংরক্ষণ করা। রাজ্য আইনগুলির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংরক্ষণ সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করা উচিত।

(iii) বিতর্কিত রাজ্য আইনগুলির অধীনে ওবিসি-দের জন্য প্রদত্ত সংরক্ষণের পরিমাণের অতিরিক্ত বিস্তার সম্পর্কে আমরা সিএল বি-কে পরীক্ষা করার মতো অবস্থানে নেই কারণ কোনও সমসাময়িক অভিজ্ঞতাগত তথ্য নেই। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করে এমন পশ্চাদপদতার ধরণগুলি সম্পর্কে কঠোর তদন্ত করার দায়িত্ব কার্যনির্বাহীর উপর রয়েছে যা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলির ধরণ থেকে প্রকৃতপক্ষে বেশ আলাদা। যেহেতু আমরা কেবলমাত্র ২৪৩-ডি (৬) এবং ২৪৩-টি (৬) অনুচ্ছেদের সাংবিধানিক বৈধতা বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাই আবেদনকারী বা যে কোনও ক্ষুব্ধ পক্ষের পক্ষে হাইকোর্টের সামনে উক্ত সাংবিধানিক বিধানগুলি অনুসরণ করে প্রণীত যে কোনও রাজ্য আইনকে বিরোধ করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আমরা মনে করি যে অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি (৬) এবং অনুচ্ছেদ ২৪৩-টি (৬) এর অধীনে "অনগ্রসর শ্রেণীর" সনাক্তকরণ অনুচ্ছেদ ১৫ (৪) এর উদ্দেশ্যে এসইবিসি এবং অনুচ্ছেদ ১৬ (৪) এর উদ্দেশ্যে অনগ্রসর শ্রেণীর সনাক্তকরণ থেকে আলাদা হওয়া উচিত।

(iv) "তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি/অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির পক্ষে ৫০% উল্লম্ব সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমা স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থার প্রসঙ্গে লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কেবলমাত্র তফসিলি অঞ্চলে অবস্থিত পঞ্চায়েতগুলিতে তফসিলি উপজাতিদের প্রতিনিধিত্বের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ব্যতিক্রম করা যেতে পারে।

(v) অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি(৪) এবং ২৪৩-টি(৪)-এ যে পদ্ধতিতে সভাপতির পদ সংরক্ষণের কথা বিবেচিত হয়েছে, তা সাংবিধানিকভাবে বৈধ। এই সভাপতির পদগুলোকে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে একক পদের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৭, রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাটি ন্যায্যভাবে পড়ার পরে, নিম্নলিখিতটি হল যে ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণ শুধুমাত্র একটি "বিধিবদ্ধ" বিধান যা রাজ্য আইনগুলি দ্বারা সরবরাহ করা হবে, যা জনসংখ্যার অনুপাতের সাথে যুক্ত এসসি/এসটি সম্পর্কিত "সাংবিধানিক" সংরক্ষণের বিপরীতে। ওবিসি-দের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের জন্য রাজ্য আইনগুলির ক্ষেত্রে, এটি নিশ্চিত করতে হবে যে কোনও ক্ষেত্রেই এসসি/এসটিএস/ওবিসি-দের ক্ষেত্রে সামগ্রিক উল্লম্ব সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ৫০ % এর বেশি হওয়া উচিত নয়। যদি এসসি এবং এসটি-দের জন্য প্রদত্ত সাংবিধানিক সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে পুরো ৫০ শতাংশ আসন গ্রহণ করে এবং কিছু ক্ষেত্রে তফসিলি অঞ্চলে এমনকি ৫০ % এরও বেশি আসন গ্রহণ করে, তবে এই জাতীয় স্থানীয় সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে ওবিসি-দের আরও সংরক্ষণের প্রশ্ন আদৌ উঠবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণের পরিমাণ স্থানীয় সংস্থা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত এবং এটি নিশ্চিত করার জন্য বিধান করা উচিত যে এটি এসসি/এসটিএস/ওবিসি-দের জন্য আসনগুলির উল্লম্ব সংরক্ষণের ৫০ শতাংশ (সামগ্রিক) পরিমাণগত সীমা অতিক্রম করে না।

৮. এই অলঙ্ঘনীয় পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও, রাজ্য কর্তৃপক্ষগুলি স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের আগে অন্যান্য পূর্বশর্তগুলি পূরণ করতে বাধ্য। সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়তা হল পর্যাপ্ত উপকরণ বা নথি সংগ্রহ করা যা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে, একটি স্বাধীন নিবেদিত কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে পশ্চাদপদতার প্রকৃতি এবং প্রভাব সম্পর্কে সমসাময়িক কঠোর পরীক্ষামূলক তদন্ত পরিচালনা করে। সুতরাং, রাজ্য আইনগুলি রাজ্য জুড়ে স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-দের জন্য আসনগুলির অভিন্ন ও কঠোর পরিমাণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাও এই ধরনের সংরক্ষণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে একটি স্বাধীন কমিশন দ্বারা পশ্চাদপদতার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত না করে, আরও, এটি একটি স্থির ব্যবস্থা হতে পারে না। এটি অবশ্যই সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা উচিত যাতে এই ধরনের সংরক্ষণের অতিরিক্ত বিস্তারের নীতি লঙ্ঘন না হয় (যা নিজেই একটি আপেক্ষিক ধারণা এবং গতিশীল)। এছাড়াও, এটি কেবলমাত্র এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা বর্ণিত 'পরিমাণগত সীমাবদ্ধতার' মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৯. উল্লেখযোগ্যভাবে, সংবিধান বেঞ্চ এই বিষয়টিকে সমর্থন করেছিল যে বেশিরভাগ রাজ্য আইনের বিধানগুলির পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হতে পারে, তবে উত্থাপন করার স্বাধীনতার সাথে এর বৈধতা সম্পর্কিত প্রশ্নটি উন্মুক্ত রেখেছিল

পরীক্ষামূলক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ত্রুটিগুলি তুলে ধরে এগুলিকে বিরোধ জানানো হয়েছে। উপরন্তু, সংবিধান বেঞ্চ একটি আশাবাদী আশা প্রকাশ করেছে যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে স্থানীয় স্ব-সরকারে সংরক্ষণের বিষয়ে নীতি প্রণয়নের দিকে নতুন করে নজর দেওয়া উচিত, পাশাপাশি এই জাতীয় নীতি যাতে তাদের আইন সংশোধন সহ উপরের সীমার সাথে মেনে চলে তা নিশ্চিত করা উচিত-যাতে ওবিসি-র পক্ষে বিদ্যমান কোটার পরিমাণ হ্রাস করা যায় এবং বস্তুনিষ্ঠ পরামিতিগুলিতে এটিকে বাস্তবসম্মত এবং পরিমাপযোগ্য করে তোলা যায়।

১০. এই বিষয়ে সমস্ত রাজ্যকে আইন ঘোষণা এবং সাধারণ পর্যবেক্ষণ সহ নির্দেশ জারি করা সত্ত্বেও, মহারাষ্ট্র রাজ্যের আইনসভা এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা ঘোষিত আইনের অনুপযুক্ত বিদ্যমান বিধানগুলি পুনর্বিবেচনা করেনি। প্রকৃতপক্ষে, বোম্বে হাইকোর্টে কয়েকটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল যেখানে মহারাষ্ট্র রাজ্যের পক্ষ থেকে গুরুতর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে এই আদালতের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা যথাযথভাবে নেওয়া হবে। পরিস্থিতি, রোভার, অপরিবর্তিত ছিল।

১১, প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯৪ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে যখন ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণের পরিমাণ ২৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল, তখন কোন ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনও তথ্য সামনে আসেনি। প্রকৃতপক্ষে, যখন ১৯৯৪ সালে সংশোধনী কার্যকর করা হয়েছিল, তখন ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষিত আসনের সীমা নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও নির্দেশিকা বিদ্যমান ছিল না, যা কে. কৃষ্ণমূর্তির (উপরে) সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে। যাইহোক, সেই সিদ্ধান্তের পরে, রাজ্যটির জন্য পশ্চাদপদতার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে সমসাময়িক কঠোর পরীক্ষামূলক তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি নিবেদিত কমিশন গঠন করা আবশ্যক ছিল এবং সেই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালের আইনের ১২(২)(গ) ধারা সংশোধনের মতো বিদ্যমান বিধিবদ্ধ বিধান সংশোধন সহ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। নথিভুক্ত কোনও নথি নেই যে এই জাতীয় নিবেদিত কমিশন এখন পর্যন্ত গঠন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, এই আদালতের সামনে হলফনামায় রাজ্য সরকার যে অবস্থান নিয়েছে, তা প্রকাশ করবে যে এই ধরনের পরীক্ষামূলক তদন্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ভারত সরকার তার কাছে উপলব্ধ করেনি। রাজ্য সরকারের সেই অবস্থানের আলোকে, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় রাজ্যে ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলি কীভাবে উত্তরদাতারা ন্যায়সঙ্গত করতে পারে তা বোঝা যায় না

যে সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর/২০২০ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে বিজ্ঞপ্তিগুলিকে বর্তমান রিট পিটিশনের মাধ্যমে বিরোধ করা হয়েছে। এই আদালত বর্তমান রিট পিটিশনের ফলাফল সাপেক্ষে নির্বাচন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল।

১২. যাই হোক না কেন, এটি অনস্বীকার্য যে, স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের আগে রাজ্যকে যে তিনটি পরীক্ষা/শর্ত মেনে চলতে হবে তা এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। অর্থাৎ, (১) রাজ্যের মধ্যে স্থানীয় সংস্থাগুলির পশ্চাৎপদতার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে সমসাময়িক কঠোর পরীক্ষামূলক তদন্ত করার জন্য একটি নিবেদিত কমিশন গঠন করা; (২) কমিশনের সুপারিশগুলির আলোকে স্থানীয় সংস্থা অনুযায়ী সংরক্ষণের অনুপাত নির্দিষ্ট করা, যাতে অতিরিক্ত বিস্তৃতি নষ্ট না হয়; এবং (৩) যে কোনও ক্ষেত্রে এই ধরনের সংরক্ষণ এসসি/এসটিএস/ওবিসি-দের পক্ষে সংরক্ষিত মোট আসনের মোট ৫০ % এর বেশি হবে না।

একটি প্রদত্ত স্থানীয় সংস্থায়, ওবিসি-দের পক্ষে এই ধরনের সংরক্ষণ প্রদানের জন্য স্থান নির্বাচনী কর্মসূচি (বিজ্ঞপ্তি) জারি করার সময় উপলব্ধ হতে পারে। তবে, এটি কেবলমাত্র পূর্বোক্ত পূর্বশর্ত পূরণ করার পরে অবহিত করা যেতে পারে। স্বীকারযোগ্যভাবে, কঠোর পরীক্ষামূলক তদন্ত করার জন্য নিবেদিত 'কমিশন' প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপটি একটি মরীচিকা হিসাবে রয়ে গেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, উপরে উল্লিখিত ট্রিপল পরীক্ষাটি পূরণ না করে ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণের ন্যায্যতা প্রমাণ করা উত্তরদাতাদের পক্ষে উন্মুক্ত থাকবে না।

১৩. ১৯৯৪ সালে প্রবর্তিত ১৯৬১ সালের আইনের ১২(২)(গ) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, সাধারণ ভাষাটি এই ধারণা দেয় যে, রাজ্য জুড়ে মোট আসনের ২৭ % এর অভিন্ন ও কঠোর পরিমাণ ওবিসি-দের পক্ষে সংরক্ষণের মাধ্যমে আলাদা করা প্রয়োজন। সংবিধান বেঞ্চের বক্তব্যের আলোকে, এই ধরনের কঠোর বিধানটি রাজ্যের মধ্যে সমস্ত স্থানীয় সংস্থাগুলিতে অভিন্ন প্রয়োগ সহ অনেক কম স্থায়ী হতে পারে না। পরিবর্তে, কোয়ান্টাম গুয়া স্থানীয় সংস্থা বা নির্দিষ্ট স্থানীয় সংস্থা চিহ্নিত করার জন্য সমসাময়িক পরীক্ষামূলক তদন্ত করা আবশ্যক।

১৪, আমাদের মতে, ধারা ১২ (২) (c)-এর আকারে বিধানটি পড়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে, যার অর্থ এই যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-র পক্ষে সংরক্ষণ এতটাই অবহিত করা যেতে পারে যে, এটি এসসি/এসটিএস/ওবিসি-র পক্ষে সংরক্ষিত মোট আসনের ৫০ % এর বেশি হবে না। অন্য কথায়, ধারা ১২(২)(গ)-তে "হবে" অভিব্যক্তিটি ২৭ % এর পূর্ববর্তী হবে, যার অর্থ এই যে ওবিসি-র জন্য সংরক্ষণ ২৭ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে তবে এর বাহ্যিক সীমা সাপেক্ষে মোট ৫০ % এর সাপেক্ষে

এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা বর্ণিত এসসি/এসটিএস/ওবিসি-দের একত্রে নেওয়া। এই ধরনের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, ধারা ১২(২)(গ) সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং একই সময়ে, এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা ঘোষিত আইনটি তার অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করা যেতে পারে,

১৫. ওবিসি-দের পক্ষে সংরক্ষণকে অবশ্যই জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত বলে উত্তরদাতার যুক্তি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং দুর্বল। এই আবেদনটি যদি গৃহীত হয়, তবে তা এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের বক্তব্যের পরিপন্থী হবে, যেখানে এটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আদালত সংরক্ষণের বিষয়ে পার্থক্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন, একদিকে এসসি এবং এসটি-র পক্ষে, যা ওবিসি-দের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার সাথে যুক্ত একটি "সাংবিধানিক" সংরক্ষণ, যা একটি "বিধিবদ্ধ" ব্যবস্থা। অতএব, ওবিসি-দের জন্য পরবর্তী সংরক্ষণ অবশ্যই প্রকৃতি এবং পশ্চাদপদতার প্রভাবের প্রেক্ষাপটে আনুপাতিক হতে হবে এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, এটি কেবলমাত্র অনুমোদিত যে পরিমাণে এটি এসসি/এসটিএস-এর জন্য সংরক্ষিত স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মোট আসনের ৫০ % এর বেশি নয়!

১৬, প্রকৃতপক্ষে, এই আদালত রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ২৮.০৮.২০১৯, ০৭.১১.২০১৯ এবং ১৩.১২.২০১৯ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুরানো ব্যবস্থার ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনার অনুমতি দিয়েছিল, যেমনটি ১৮.১২.২০১৯ তারিখের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করা হয়েছিল যে পাঁচটি জেলার (নাগপুর, ওয়াসিম, আকোলা, ধুলে এবং নন্দুরবার) নির্বাচন ১৯৬১ সালের আইনের ধারা ১২ (২) (সেন্ট)-এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বর্তমান রিট পিটিশন (গুলি)-এর ফলাফল সাপেক্ষে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে বোঝা যায় যে, এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত এবং আরও বিশেষ করে, ওবিসি প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মোট আসনের মোট ৫০ % এর পরিমাণগত সীমা অতিক্রম করা সত্ত্বেও পুরনো ব্যবস্থার বিরোধকে প্রতিহত করার জন্য উত্তরদাতারা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের সুবিধা নিতে পারবেন না।

১৭. এখন পর্যন্ত নথিভুক্ত ফলাফলের আলোকে (যে এই উদ্দেশ্যে রাজ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি নিবেদিত কমিশন দ্বারা পশ্চাদপদতার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে কোনও সমসাময়িক কঠোর পরীক্ষামূলক তদন্ত করা হয়নি), ১৯৯৪ সালে প্রণীত ধারা ১২(২)(গ)-তে ফিরে আসা রাজ্যের পক্ষে উন্মুক্ত নয়। পূর্বোক্ত বিধানটি একটি সক্রিয় বিধান এবং এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা নির্দিষ্ট ট্রিপল টেস্ট পূরণের পরেই কার্যকর ও কার্যকর হবে। এটি অনির্দিষ্ট শর্ত বা ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগের সারমর্ম

স্থানীয় সংস্থাগুলি। প্রকৃতপক্ষে, ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগ ১৯৬১ সালের আইনের ১২(২)(গ) ধারা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তবে এটি এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা নির্দিষ্ট শর্ত এবং সীমাবদ্ধতার দ্বারা সুরক্ষিত এবং সেই সময় পর্যন্ত প্রজ্বলিত হবে না।

১৮. এইভাবে বোঝা যায়, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিগুলি ভিত্তিগত এখতিয়ারগত ত্রুটির কারণে ভুগছে। বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি (গুলি) যতদূর পর্যন্ত কল্পিত স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, তাই তা অকার্যকর এবং আইনের কর্তৃত্ববিহীন।

১৯, একটি অগ্রাধিকার, শুধুমাত্র সংরক্ষিত ওবিসি আসন সম্পর্কিত এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত নির্বাচনগুলি কলুষিত করা হয় এবং এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা এই বিষয়ে আইন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তার শুরু থেকেই আইনের চোখে অকার্যকর হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। এই সত্য যে এটি পাঁচটি জেলায় বা অন্য কোথাও যেখানে এই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বিপুল সংখ্যক আসনে প্রভাব ফেলবে, তা কোনও পার্থক্য আনবে না। কারণ, এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা প্রস্তাবিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে নেওয়া না হলে এই ধরনের সংরক্ষণ আইনে অনুমোদিত ছিল না, তাও কেবলমাত্র 'পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা' অবধি। এই পদটি রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা সংরক্ষিত ওবিসি আসনের ক্ষেত্রে পরিচালিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিমাণে প্রযোজ্য হবে, যথাযথভাবে অবহিত করে যে এটি 'এই রিট পিটিশনের ফলাফলের সাপেক্ষে হবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমিতির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্মুক্ত/সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করার জন্য এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শূন্য আসনগুলির জন্য নির্বাচনকে অবহিত করতে হবে। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে আগ্রহী কারণ ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত মোট আসনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থায় ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির মধ্যে কোনটি এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা ঘোষিত আইনের পরিপন্থী হবে তা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

২০. বিদ্বান কৌঁসুলির মাধ্যমে প্রতিবাদী-রাজ্য অনুরোধ করেছিল যে এই আদালতের বর্তমান রিট পিটিশনগুলি গ্রহণ করা উচিত নয় কারণ 'রিট পিটিশনগুলি' এখনও একই স্বস্তির জন্য হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। আমরা এই অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত আপত্তি দ্বারা প্রভাবিত নই। এটি সত্য যে 'দুটি রিট পিটিশনে আবেদনকারীরা প্রথমে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল, তবে এখনও বিষয়টি

একই ত্রাণের জন্য অনুরোধ করা অন্য দুটি রিট পিটিশনে আবেদনকারীদের অনুরোধে বিবেচনাধীন বিষয়টির উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের পক্ষে প্রথমে হাইকোর্টকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ করা সম্ভব হত কিন্তু যেহেতু বিষয়টি মূলত কে. কৃষ্ণমূর্তিতে (উপরে) এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের দেওয়া ঘোষণা এবং নির্দেশের প্রস্থ এবং তার অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত, তাই আমরা বিবেচনাধীন বিষয়টির উত্তর দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করি।

২১. প্রত্যর্থী-রাষ্ট্র তার লিখিত আবেদনে ক্ষীণভাবে পরামর্শ দিয়েছে যে রিট পিটিশনটি আরও শুনানির জন্য স্থাপন করা যেতে পারে। তবে, আমরা বুঝতে পারি না যে কেন এই জাতীয় আবেদনটি পেশ করা হয়েছে, বিশেষত যখন মৌখিক যুক্তি বন্ধ করার পরে দায়ের করা ব্যাপক লিখিত জমা দেওয়া ছাড়াও রাজ্য ইতিমধ্যে এই আদালতে একটি সুসংহত হলফনামা দাখিল করেছে। আমাদের মতে, সেই অনুগ্রহ দেখানোর মাধ্যমে কোনও ফলপ্রসূ উদ্দেশ্য সাধন করা হবে না। কারণ, এই বিষয়টি অবিসংবাদিত সত্যের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে যে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি গোষ্ঠীগুলির জন্য আসন সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়ার আগে, রাজ্য সরকার পশ্চাদপদতার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে সমসাময়িক কঠোর পরীক্ষামূলক তদন্ত পরিচালনা করার জন্য এবং তারপর কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য একটি নিবেদিত কমিশন গঠনের কোনও প্রচেষ্টা করেনি। এই সত্যটি ২০১৭ সালের এসএলপি (দেওয়ানী) নং ৩৩৯০৪-এ উত্তরদাতা-রাজ্য দ্বারা দায়ের করা সুসংহত হলফনামা থেকে আরও জোরদার করা হয়েছে, যা বর্তমান রিট পিটিশনের সাথে অনুরূপ শুনানির পরে ১৭.০২.২০২১-এ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রধান বিষয় ছিল। সেই সুসংহত হলফনামাটি এর দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে দায়ের করা হয়েছিল, আদালত ১৯.০১.২০২১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, যা

এইভাবে পড়েঃ

"পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছি। আমরা উত্তরদাতা-রাজ্যকে নির্দেশ দিচ্ছি যে আজ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে অন্তর্বর্তী আবেদন (গুলি) সহ এই প্রতিটি কার্যধারায় উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে একটি সুসংহত হলফনামা দাখিল করতে হবে যা অন্তর্বর্তী আবেদন (গুলি) আকারে অভিযুক্ত আবেদনকারী/আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীকে প্রদান করা হবে।

আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, সুসংহত হলফনামাটি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি সাধারণ হলফনামা হবে এবং প্রযোজ্য হবেঃ যা-ই হোক না কেন।

১১.০২.২০২১ তে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে".

(জোর দেওয়া হয়েছে)

তদনুসারে, ডেপুটি কমিশনার (প্রতিষ্ঠান) দ্বারা যথাযথভাবে শপথ করা রাজ্য দ্বারা দাখিল করা ০৪.০২.২০২১ তারিখের একীভূত হলফনামাটি-এর কাছে এসেছিল, যা এইভাবে পড়েঃ

"জবাবদিহিতার নিজের উপর আস্থা রাখুন

১, ডিডি. শিন্ডে বয়স ৫৫ বছর, ওএসই সার্ভিস, বর্তমানে মহারাষ্ট্রের নাসিকের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ডেপুটি কমিশনার (প্রতিষ্ঠান) হিসাবে কর্মরত, এতদ্বারা এর অধীনে গুরুগম্ভীর অঙ্গীকারে জমা দিনঃ

২. আমি বর্তমান বিশেষ ছুটি পিটিশনে উত্তরদাতার অনুমোদিত কর্মকর্তা। আমি কাউন্টার ফাইল করার জন্যও অনুমোদিত। উত্তরদাতার পক্ষ থেকে হলফনামা যেমন আমি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির সাথে ভালভাবে পরিচিত এবং তাই আমি উত্তরদাতার পক্ষে এই পাল্টা হলফনামা শপথ করার জন্য সক্ষম এবং অনুমোদিত।

২. আমি বর্তমান বিশেষ ছুটির বিষয়বস্তু পড়েছি উত্তরদাতা উত্তরদাতা এই পাল্টা হলফনামা দাখিল করার জন্য আবেদন করেছেন যাতে বিশেষ অনুমতি আবেদনের বক্তব্য এবং বিতর্কের বিরোধিতা করা যায় এবং এই মাননীয় আদালতের স্বাধীনতা রয়েছে যে, যখনই প্রয়োজন হবে এবং এই মাননীয় আদালতের অনুমতি নিয়ে আরও পাল্টা হলফনামা দাখিল করা যেতে পারে।

৩. রাজ্য সরকার ০৫.১১.২০১৯ এবং ১৩.০৩.২০২০ তারিখের হলফনামা দাখিল করেছে এবং আমি এর বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করছি যেন এগুলি এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বলি যে আমি এই হলফনামাটি উপরের বিশেষ ছুটি পিটিশনে পাস করা ১৯.০১.২০২১ তারিখের আদেশে মাননীয় আদালতের নির্দেশ মেনেই দাখিল করছি। F

৪. মনে রাখবেন যে, মহারাষ্ট্রের নাগপুর, ওয়াসিম, আকোলা, ধুলে এবং নন্দুরবারের মতো পাঁচটি জেলার জেলা পরিষদগুলির নির্বাচন ২০১৯ সালের ডিসেম্বর/২০২০ সালের জানুয়ারিতে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত আদেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উপরোক্ত সমস্ত জেলায় সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। আবেদনকারীদের জি-এর যুক্তি হল যে, উপরোক্ত সমস্ত জেলায় সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ অতিক্রম করতে পারত না কারণ এটি ইন্দ্র সাহনি বনাম ভারত ইউনিয়নের (১৯৯২) ৩ এস. সি. সি ২১৭-এর রায় এবং কে. কৃষ্ণমূর্তি বনাম ভারত ইউনিয়নের (২০১০) ৭ এস. সি. সি ২০২-এর র রায়ে বর্ণিত সর্বোচ্চ সীমা ছিল। একমাত্র সমস্যাটি ছিল,

মূলত এই মাননীয় আদালতের বিবেচনার জন্য রয়ে গেছে, এই সমস্ত বিষয়ে উপরোক্ত পাঁচটি জেলায় সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ অতিক্রম করতে পারত কিনা।

"৫, আমি পুনরায় উল্লেখ এবং পুনরাবৃত্তি করছি যে, ডিসেম্বর ২০১৯/জানুয়ারি ২০২০-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলি পূর্ববর্তী ব্যবস্থার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তবে ভবিষ্যতের নির্বাচনের জন্য রাজ্য সরকারকে শ্রেণিভিত্তিক জনসংখ্যার বিভাজন প্রদান করতে হবে এবং বিশেষ করে পশ্চাদপদ শ্রেণি (বিসিসি) সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করতে হবে, যেহেতু এই তথ্য কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই প্রদান করতে পারে। অতএব, আবেদন নং ১৮৮৩২৪/২০১৯ মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার এবং সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে উপরোক্ত বিশেষ অনুমতি আবেদনে পক্ষভুক্ত করা হোক। এছাড়াও, আবেদন নং ১৮৮৩১৮/২০১৯ মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার এবং সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে তারা ২০১১ সালের সামাজিক-অর্থনৈতিক জনগণনার তথ্য, কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ অঞ্চলের নাগরিকদের জাতিগত বিবরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে, যা মহারাষ্ট্র সরকারকে পশ্চাদপদ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলোর জনসংখ্যা গণনার জন্য সক্ষম করবে।

৬, আমি এই মাননীয় আদালতের সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্ত [কে. কৃষ্ণমূর্তি (উল্লিখিত)] বিশেষত এর অনুচ্ছেদ ৮৩(চতুর্থ) সম্পর্কে পুনরায় উল্লেখ এবং পুনরাবৃত্তি করছি, এবং সম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করছি যে, অনুচ্ছেদ ৫৯, ৬৪, ৬৬ ও ৬৭ পাঠ করলে অনুচ্ছেদ ৮২(চতুর্থ)-এ উল্লিখিত ৫০% উল্লম্ব সংরক্ষণকে অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত পাঁচটি জেলার (১৮.১২.২০১৯ তারিখের আদেশে উল্লিখিত) সংখ্যাগত বিভাজন দেখায় যে, যদি অনুচ্ছেদ ৮২(চতুর্থ)-এ প্রদত্ত নির্দেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, তবে এটি কার্যকর করা সম্ভব নাও হতে পারে, অন্তত ধুলে ও নন্দুরবার জেলার ক্ষেত্রে, যেখানে উপজাতীয় জনসংখ্যার হার অত্যন্ত বেশি।"

৭. আমি নিবেদন করছি যে, কে. কৃষ্ণ মূর্তি (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে এই মাননীয় আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ বলে যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রেক্ষাপটে সংরক্ষণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য উচ্চ শিক্ষা ও সরকারি কর্মসংস্থানের তুলনায় যথেষ্ট আলাদা। এটি আরও উল্লেখ করে যে, অনুচ্ছেদ ২৪৩-ডি এবং অনুচ্ছেদ ২৪৩-টি একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ গঠন করে

ইতিবাচক পদক্ষেপের ভিত্তি এবং সংবিধানের ১৫ (৪) এবং ১৬ (৪) অনুচ্ছেদ দ্বারা সক্ষম সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কিত যে নীতিটি বিকশিত হয়েছে, তা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রেক্ষাপটে সহজেই প্রয়োগ করা যায় না।

৮, জমা দিন যে 'খ', স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে অনগ্রসর শ্রেণীর পক্ষে সংরক্ষণের পরিমাণ সম্পর্কে স্পষ্ট সাংবিধানিক দিকনির্দেশনার অভাবে, থাম্বের নিয়ম হল 'আনুপাতিক সংরক্ষণ'। স্বীকার করা যায়, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ৫০ % এর বেশি সংরক্ষণ বিদ্যমান থাকে, যা এই ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বিবেচনার ফল। একইভাবে, পঞ্চম তফসিল অঞ্চলে অবস্থিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনে ৫০ % এর বেশি উল্লম্ব সংরক্ষণ অনুমোদিত। আমি ভারত ইউনিয়ন বনাম এর রায়ে জমা দিচ্ছি। রাকেশ কুমার (২০১০) ৪ এস. সি. সি ৫০-এ রিপোর্ট করেছেন, এই আদালত ব্যাখ্যা করেছে যে তফসিলি অঞ্চলে অবস্থিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ডি-তে ৫০ % এর বেশি আসন থাকা তফসিলি উপজাতিদের পক্ষে সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন হতে পারে।

৯, ২০১৯-এর ডিসেম্বর/২০২০-র জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে, নন্দুরবার জেলায় ৫৬টি আসনের মধ্যে ৪৪টি আসন 'তপশিলি উপজাতি (এস. টি)' বিভাগের জন্য সংরক্ষিত ছিল, যা জনসংখ্যার অনুপাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এর ফলে এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত ৫০ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করে, তপশিলি জাতি (এস. সি) বিভাগের জন্য ১টি সংরক্ষণ রেখে দেওয়া হয়। ২০১৯-এর ডিসেম্বর/২০২০-র জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে, ধুলে জেলায় ৫৬টি আসনের মধ্যে ২৩টি আসন তপশিলি উপজাতি (এস. টি) বিভাগের জন্য সংরক্ষিত ছিল, যা জনসংখ্যার অনুপাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছিল। এটি নিজেই এই মাননীয়া আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত ৫০ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করে, তপশিলি জাতি (এস. সি) বিভাগের জন্য ৩টি সংরক্ষণ রেখে যায়। ধুলে জেলায় সাকত্রি ও শিরপুর তালুকগুলি আংশিকভাবে "তফসিলি অঞ্চল"। নন্দুরবার জেলায় নবপুর, তালোদা, আক্কলকুয়া ও আকরানি তালুকগুলি সম্পূর্ণরূপে "তফসিলি অঞ্চল" এবং নন্দুরবার ও শাহদার ব্লকগুলি আংশিকভাবে জি "তফসিলি অঞ্চল"। আমি বলি যে ধুলে ও নন্দুরবার জেলা, আংশিকভাবে "তফসিলি অঞ্চল" হওয়ায় ইন্দ্র সাহনি (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে নির্ধারিত ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে পড়বে। উপরন্তু, ইন্দ্র সাহনি (সুপ্রা)-র সিদ্ধান্ত সংবিধানের ১৬ (৪) অনুচ্ছেদ দ্বারা সক্ষম সংরক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছিল।

সরকারী কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির জন্য প্রযোজ্য সংরক্ষণের নীতিগুলি তফসিলি উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তৈরি সংরক্ষণ নীতির ক্ষেত্রে তফসিলি অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়ে সহজেই প্রয়োগ করা যায় না। এছাড়াও, ইন্দ্র সাহনি (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে জানা যায় যে যদিও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের জন্য ৫০ % এর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তবে উক্ত সিদ্ধান্তটি কিছু পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী আচরণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়। ইন্দ্র সাহনি (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে ৫০ % এর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে (রায়ের ৮০৬ অনুচ্ছেদে) কারণ অনুচ্ছেদ ১৬ (৪) 'পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব' সম্পর্কিত এবং 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' সম্পর্কিত নয়। অতএব, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর/২০২০ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলি ধুলে ও নন্দুরবার জেলার জন্য আলাদা করে রাখা উচিত নয়।

১০, যাই হোক না কেন, ১৩.৩.২০২০ তারিখের হলফনামায় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, আমি বলি যে রাজ্য সরকার জনসংখ্যার বিভাগ অনুযায়ী এবং বিশেষ করে অনগ্রসর শ্রেণীর (বিসিসি) বিষয়ে বিভাজন প্রদান করতে অক্ষম, কারণ সেই তথ্য শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহ করতে পারে এবং তা আসন্ন নয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্য শুধুমাত্র গ্রামীণ মহারাষ্ট্রের নাগরিকদের বর্ণ সম্পর্কিত ক্ষেত্রের পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে সরবরাহ করবে, যাতে রাজ্য সরকার মহারাষ্ট্রে নাগরিকদের অনগ্রসর বর্ণের (বিসিসি) অংশ হওয়া বর্ণের জনসংখ্যা গণনা করতে সক্ষম হয়। ২০১৯-এর ডিসেম্বর/২০২০-র জানুয়ারিতে নাগপুর, ওয়াসিম এবং আকোলা জেলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ আসন অতিক্রম করেছে, যা মাত্র ৬ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ এবং এই মাননীয়া আদালতের দ্বারা বাতিল করা উচিত নয়।

১১. আমি পুনরাবৃত্তি করছি এবং পুনর্ব্যক্ত করছি যে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্য শুধুমাত্র গ্রামীণ মহারাষ্ট্রের নাগরিকদের বর্ণ সম্পর্কিত ক্ষেত্রের পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রাজ্য সরকারকে সরবরাহ করা উচিত, যাতে রাজ্য সরকার মহারাষ্ট্রে নাগরিকদের অনগ্রসর বর্ণের (বিসিসি) অংশ হওয়া বর্ণের জনসংখ্যা গণনা করতে সক্ষম হয়।

১২. হাতে থাকা মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, বিশেষ ছুটির আবেদনটি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

"১৩, যে, পাল্টা হলফনামায় কোনো নতুন অতিরিক্ত তথ্য বা নথি যা নথিভুক্ত রেকর্ডের অংশ নয়, তা উল্লেখ বা সংযুক্ত করা হয়নি।

অতএব, এই পাল্টা হলফনামা।

(হলফকারী)

প্রণীত: রাহুল চিতনিস, আইনজীবী।

স্বাক্ষরিত/ (ডি.ডি. শিন্দে)"

(গুরুত্ব আরোপিত)

২২। প্রকৃতপক্ষে, এই হলফনামা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে যে কিছু স্থানীয় সংস্থার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ৫০ শতাংশের অনেক বেশি হয়েছে, যার ফলে সাধারণ শ্রেণির জন্য আসনসংখ্যা নামমাত্র রয়ে গেছে। এই পর্যায়ে, উল্লেখযোগ্য যে সংহত হলফনামায় পূর্ববর্তী ৫.১১.২০১৯ এবং ১৩.০৩.২০২০ তারিখের হলফনামার উল্লেখ রয়েছে, তবে সেগুলিতে এমন কোনো নতুন বক্তব্য বা অতিরিক্ত তথ্য নেই, যা এই সিদ্ধান্তে আলোচিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনার প্রয়োজন হতে পারে।

সংহত হলফনামায় ২০১৭ সালের নিষ্পত্তিকৃত বিশেষ অনুমতি আবেদনের (নাগরিক) নং ৩৩৯০৪-৩৩৯১০-এ দাখিলকৃত তিনটি অন্তর্বর্তী আবেদনপত্রেরও উল্লেখ রয়েছে। আবেদন নং ১৮৮৩২৪/২০১৯ দায়ের করা হয়েছিল যাতে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার এবং সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বিশেষ অনুমতি আবেদনে পক্ষভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ, রাজ্য ওই পক্ষের বিরুদ্ধে এমন নির্দেশনা চেয়েছিল যাতে তারা জনগণনার তথ্য প্রদান করে, যার ভিত্তিতে রাজ্য স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ প্রদানের বিশ্লেষণ করতে পারে।

এই সংক্রান্ত ত্রাণের জন্য রাজ্য আবেদন নং ১৮৮৩১৮/২০১৯-এ আবেদন করেছিল। যেহেতু ওই নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে, তাই রাজ্য এখন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে অনুসন্ধান চালানোর ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং সেই তথ্য তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশেষ কমিশনের কাছে হস্তান্তর করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির পশ্চাদপদতার প্রকৃতি ও প্রভাব নিয়ে সমসাময়িক কঠোর অভিজ্ঞতামূলক তদন্ত পরিচালনা করবে।

সংহত হলফনামায় উল্লিখিত আবেদন নং ১০৮৯১৫/২০১৯-এর ক্ষেত্রে, এতে দাবিকৃত ত্রাণ ছিল সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলির আসন্ন নির্বাচন স্থগিত করা। যেহেতু ওই নির্বাচন ২০১৯/২০২০ সালে সম্পন্ন হয়েছে, তাই দাবিকৃত ত্রাণ কার্যকর হয়ে গেছে।

অতএব, আমরা বুঝতে পারি না কেন রাজ্য সরকার এমন দুর্বল ও কৃত্রিম কারণ দেখিয়ে বিষয়ে আরও শুনানি চায়। সংযম বজায় রেখে, আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু বলছি না।"

২৩. তবে, আমরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের গৃহীত অবস্থানের প্রশংসা করি, যা এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল যে, এই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বর্তমান রিট আবেদনের ফলাফলের সাপেক্ষে হবে। বিদায়ী কাউন্সিলর/সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থার সদস্যদের মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বছরেরও বেশি সময় পরেও রাজ্যের পাঁচটি জেলার (৩৬টি জেলার মধ্যে) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য এই আদালত রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়ার পরেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

"২৪, রাজ্য নির্বাচন কমিশন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই বিষয়ে যে, ১৯৬১ সালের আইনের ধারা ১২(২)(গ)-এর অনুরূপ বিধান, যা অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত, তা গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসভা, নগর পঞ্চায়েত, পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অন্যান্য রাজ্য আইনেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখযোগ্য যে, এই রায়ে গৃহীত মতামত উল্লিখিত আইন(গুলি)-এর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য হবে এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যথাযথ সংশোধন ও অনুসরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে অন্যতম হলো নিশ্চিত করা যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ নির্বাচন এই মাননীয় আদালতের [কে. কৃষ্ণমূর্তি (উল্লিখিত)] সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণ অনুসৃতিতে কঠোরভাবে পরিচালিত হয়, যাতে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ প্রদান করা যায়।"

২৫, উপসংহারে, আমরা মনে করি যে ১৯৬১ সালের আইনের ১২(২)(গ) ধারাটি একটি সহায়ক বিধান এবং এর অর্থ এই যে এটি কেবল এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা নির্দিষ্ট তিনটি শর্ত (উপরে ১২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) মেনে চলার পরে, কল্পিত স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি বিভাগের জন্য সংরক্ষিত আসন হিসাবে অবহিত করার আগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপরন্তু, আমরা বাতিল করি এবং বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিগুলি বাতিল করি যা ওবিসি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের জন্য প্রদান করে যা সেই ভিত্তিতে নেওয়া পরবর্তী পদক্ষেপগুলি সহ বাতিল এবং আইনত অকার্যকর। অন্য কথায়, ওবিসি প্রার্থীদের নির্বাচনের ফলাফল যা রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা গোপন নির্বাচনী কর্মসূচিতে অবহিত করা সহ এই রিট পিটিশনের ফলাফল সাপেক্ষে তৈরি করা হয়েছিল,

কে আইনত অকার্যকর হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং এই ঘোষণার কারণে যে আসন (গুলি) শূন্য হয় তা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সাধারণ/উন্মুক্ত প্রার্থী (গুলি) দিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা পূরণ করা হবে, সেই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

২৬. এই ঘোষণা ও নির্দেশের ফলস্বরূপ, এই শর্তে আসন খালি করা সদস্যদের (ওবিসি প্রার্থী) অংশগ্রহণের কারণে কল্পিত স্থানীয় সংস্থাগুলির দ্বারা করা সমস্ত কাজ এবং নেওয়া সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই প্রভাবিত হবে না। কারণ, সম্ভাব্যভাবে এই রায় ঘোষণার পরে তারা তাদের আসন খালি করেছে বলে মনে করা হবে। সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ এর অধীনে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই নির্দেশ জারি করা হচ্ছে।

২৭, অনুরোধ করা হয়েছিল যে, এই আদালতকে অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নয় এবং সম্পূর্ণ নির্বাচনকে বিঘ্নিত করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে, আমরা এই যুক্তিতে মুগ্ধ নই কারণ মহারাষ্ট্র রাজ্য জুড়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে ওবিসি-র জন্য সংরক্ষিত আসনের ফলাফল এই রিট পিটিশনের ফলাফলের সাপেক্ষে হবে। এটি রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা প্রাসঙ্গিক সময়ে প্রকাশিত নির্বাচনী কর্মসূচিতে স্পষ্টভাবে অবহিত করা হয়েছিল, আদালতের দেওয়া নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে। অতএব, এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাবি করা এবং মঞ্জুর করা ত্রাণগুলি এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২৮, তদনুসারে, এই রিট পিটিশনগুলি অবশ্যই আংশিকভাবে সফল হতে হবে। ১৯৬১ সালের আইনের ১২(২)(গ) ধারার বৈধতা নিয়ে বিরোধটি নেতিবাচক। পরিবর্তে, সেই বিধানটি এই অর্থে পাঠ করা হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে ওবিসি-র পক্ষে সংরক্ষণ এতটাই অবহিত করা যেতে পারে যে এটি এসসি/এসটিএস/ওবিসি-র পক্ষে সংরক্ষিত মোট আসনের মোট ৫০ % এর বেশি হবে না। অন্য কথায়, ধারা ১২ (২) (গ)-এ ২৭ % এর আগে "হবে" অভিব্যক্তিটিকে "হতে পারে" হিসাবে বিবেচনা করা হবে, যার অর্থ এই যে ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণ ২৭ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে, তবে এসসি/এসটি/ওবিসি-দের পক্ষে মোট ৫০ % এর বাইরের সীমা সাপেক্ষে, যা এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা একত্রিত করা হয়েছে। তবে, এই রিট পিটিশনগুলি বিচারাধীন থাকাকালীন রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা সমস্ত অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি/আদেশগুলি উল্লেখ করে যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচন এই রিট পিটিশনগুলির ফলাফল সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে

বাতিল করা হয় এবং ওবিসি-দের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে আসন সংরক্ষণের পরিমাণ পর্যন্ত আলাদা করে রাখা হয়। ফলস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিতে সংরক্ষিত ওবিসি আসনের বিরুদ্ধে প্রার্থীদের ফলাফল ঘোষণা সহ এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে নেওয়া পরবর্তী পদক্ষেপগুলি আইনত অকার্যকর ঘোষণা করা হয়; এবং এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী (গুলি) দ্বারা সম্ভাব্যভাবে আসনগুলি খালি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশন পঞ্চায়েত/সমিতির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সাধারণ/উন্মুক্ত বিভাগের প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলির এই ধরনের শূন্য আসনের বিষয়ে আজ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন ঘোষণা করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেবে। সেই অনুযায়ী আদেশ দেওয়া হয়েছে।

রিট পিটিশনগুলি উপরের শর্তাবলীতে নিষ্পত্তি করা হয়। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

সমস্ত মুলতুবি আবেদনও নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

অঙ্কিত জ্ঞান রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee